সাহিত্য পত্রিকা

Vol. 36 | No. 1 | 1992

Check for updates

journal.bangla.du.ac.bd

কবি ভারবি ও তাঁর কাব্য

Volume	36
Issue	1
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	ফয়েজুন্নেছা বেগম
Published online	October 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v36i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.3
Pages	65-76
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কবি ভারবি ও তাঁর কাব্য

ফয়েজুন্নেছা বেগম

কালিদাসের যুগে সংস্কৃত সাহিত্যজগতে পদ্যকাব্যের ধারায় যে কয়জন প্রথিতযশা কবি তাঁদের কবি-প্রতিভার মৌলিকত্বে সংস্কৃত সাহিত্যকে ঋদ্ধ করেছেন, কবি ভারবি তাঁদের অন্যতম। কাব্যশিল্পের সৌন্দর্যে ভারবি-বিরচিত অমর কাব্য *কিরাতার্জুনীয়ম্* সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে একখানি কালজয়ী মহাকাব্য। এই কাব্যে আঠারটি সর্গ রয়েছে।*মহভারত*-এর বন-পর্বের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র কাহিনী এই মহাকাব্যের উৎস। *মহাশিবপুরাণ*-এ এই কাহিনী আছে। *কিরাতার্জুনীয়ম্* অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য। কাব্যের নায়ক সদ্বংশজাত ক্ষাত্রবীর অর্জুন। এর অঙ্গীরস বীররস, তার সাথে শান্তরস অঙ্গরস হিসাবে রয়েছে।

ভারবি একটি মাত্র কাব্য রচনা করেছেন, কিন্তু একটি কাব্যেই তাঁর কাব্য প্রতিভার সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। সেজন্য সাহিত্য-সমালোচক ও পণ্ডিতবর্গের কাছে *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্য আদরের বস্তু হয়ে রয়েছে। পণ্ডিত কীথ সাহেবের মতে, কাব্যজগতে কালিদাসের পরেই ভারবির নাম সসম্মানে উচ্চারিত হতে পারে।[১]

বামন, আনন্দবর্ধন, মহিমভট্ট, মম্মট, ভোজ, বিশ্বনাথ প্রমুখ আলঙ্কারিকেরা তাঁদের গ্রন্থে *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই কাব্যটি যে বহুযুগ ধরে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল, এ থেকেই তা প্রমাণিত হয়। এরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে মহাকবি মাঘ *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যকে বহু অংশে অনুকরণ করে তাঁর *শিশুপালবধম্* মহাকাব্য রচনা করেছেন।

কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের ৩০টির অধিক টীকাগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য টীকাকারগণ হলেন—মল্লিনাথ, বিদ্যামাধব, মঙ্গল,

দেবরাজভট্ট, রামচন্দ্র, কৃষ্ণকবি, প্রকাশবর্ষ, একনাথ, চিত্রভানু, জোনরাজ, হরিকণ্ঠ, ভরতসেন, ভগীরথমিশ্র, ধর্ম বিজয়গণি, দামোদর মিশ্র, রবিকীর্তি, শ্রীরঙ্গদেব, শ্রীকণ্ঠ, বল্লভদেব প্রভৃতি। মল্লিনাথের টীকাগ্রন্থের নাম *ঘন্টাপথ।* এই টীকাগ্রন্থই বহুল প্রচলিত।

কবির কাল

সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য লেখক, কবি ও নাট্যকারদের মতো ভারবিও নিজের পরিচয় দিয়ে যাননি। তবে ঐতিহাসিকগণ ভারবির কাল সম্বন্ধে মোটামুটি একটি সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তাঁদের মতে ভারবি ষষ্ঠ শতকের শেষ দিক অথবা সপ্তম শতকের প্রথম দিকের কবি। দক্ষিণভারতের বিজাপুর জেলার আইহোল নামে এক গ্রামে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে জৈন কবি রবিকীর্তির তৈরী মন্দিরে একটি শিলালেখ পাওয়া গিয়েছে। এই শিলালেখের লেখক রবিকীর্তি চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর আশ্রিত কবি ছিলেন। শিলালেখে লেখা আছে—এই শিলালেখের প্রশস্তি রচিয়তা এবং ত্রিজগৎগুরু জৈনের মন্দিরনির্মাতা স্বয়ং রবিকীর্তি। এর নির্মাণ মহাভারতীয়-যুগের ৩৭৭৫ বর্ষের শেষে এবং ৫৫৬ সম্বতে হয়েছে। ৫৫৬ শকাব্দে হয় ৬৩৪খ্রিস্টাব্দ। এই শিলালেখে রবিকীর্তি নিজের আশ্রয়দাতা দ্বিতীয় পুলকেশী এবং তাঁর বংশের প্রশস্তি গেয়ে শেষে বলেছেন—যে বিদ্বান ও বিবেকবান রবিকীর্তি এই জৈন মন্দির নির্মাণের আয়োজন করেছেন, তিনি কবিত্বের ক্ষেত্রেও কালিদাস ও ভারবির মতই যশস্বী।[২]

দণ্ডীর *অবন্তীসুন্দরীকথা*-য় বর্ণিত রাজা বিষ্ণুবর্ধন যে দ্বিতীয় পুলকেশীর ভাই সেকথা শিলালেখের উল্লিখিত পাঠের ভিত্তিতে ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ করেছেন। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকাল ৬৪২ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। শিলালেখে উল্লিখিত কালের সাথে এর কোন বিরোধ নেই। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ভারবির সময় রবিকীর্তির সময়ের কিছু আগে।

দক্ষিণভারতের পৃথ্বীকোং গণি নামে এক রাজার দানপত্রে *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই দানপত্র মান্যপুর নামক নগরে ৬৯৮ শকাব্দে বা ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে লেখা। এই দানপত্রে পৃথ্বীকোং গণির বংশাবলী দেওয়া হয়েছে। এই বংশে অবিনীত নামে একজন রাজার দুর্বিনীত নামে এক পুত্রের উল্লেখ আছে। এই দুর্বিনীত ভারবির *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্যের পনেরটি সর্গের টীকা লিখেছিলেন।[৩] এই দানপত্র থেকে দুর্বিনীতের

রাজত্বকাল ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কিছুটা আগে বা পরে এটা নির্ধারিত হয়েছে। এই সাক্ষ্যটিও আইহোল শিলালেখের সাক্ষ্যের সমর্থকই বলা চলে।

পাণিনির *অষ্টাধ্যায়ী* -র টীকাকার জয়াদিত্য ও বামন *কাশিকাবৃত্তি*-তে ভারবির উল্লেখ করেছেন।[৪] পণ্ডিত ম্যাক্‌স্‌মূলারের মতে *কাশিকাবৃত্তি* সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রচিত।[৫] এর বহু আগে নিশ্চয়ই ভারবির *কিরাতার্জুনীয়ম্* রচিত হয়েছিল। ভারবির যশ ছড়িয়ে পড়তে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। সুতরাং *কাশিকাবৃত্তি*-তে ভারবির শ্লোকের উল্লেখও তাঁকে ৬০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি কোন এক সময়ের কবি বলে নির্দেশ করছে। খ্রিস্টাব্দ সপ্তম শতকের প্রথমার্ধের লেখক বাণভট্ট তাঁর কাব্যে কালিদাসাদি কয়েকজন কবির উল্লেখ করলেও ভারবির নাম উল্লেখ করেননি। এ প্রসঙ্গে কীথ সাহেব বলেছেন—বাণ ভারবির নাম উল্লেখ করেননি, কারণ বাণের সময় ভারবির যশ তেমন ছড়িয়ে পড়েনি। সুতরাং ভারবির কাল ৫০০ খ্রিস্টাব্দ অপেক্ষা ৫৫০ খ্রিস্টাব্দ ধরাই অধিক যুক্তিসঙ্গত।[৬]

উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ভারবির আবির্ভাবকাল খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।

কবির ব্যক্তিগত জীবন ও জন্মস্থান

ভারবি তাঁর কাব্যে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলেননি। দণ্ডীর *অবন্তীসুন্দরীকথা* এবং উক্ত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পদ্যরূপ *অবন্তীসুন্দরীকথাসার* নামক গ্রন্থদ্বয়ে আমরা কবির ব্যক্তিগত জীবন ও জন্মস্থান সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানতে পারি। উক্ত গ্রন্থ দুটি মিলিয়ে দেখা যাচ্ছে ভারবির আর এক নাম দামাদোর। তিনি কৌশিকগোত্রীয় নারায়ণ স্বামীর পুত্র। তাঁর পূর্বপুরুষেরা আনন্দপুরের (বর্তমান গুজরাটের অন্তর্গত) অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা পরে দাক্ষিণাত্যে চলে আসেন। একবার স্থানীয় শাসক বিষ্ণুবর্ধনের সঙ্গে শিকারে গিয়ে ভারবি মাংস খেয়েছিলেন। এই মাংসভক্ষণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁকে তীর্থে যেতে হয়েছিল। পথে দুর্বিনীতের সাথে তাঁর দেখা হয়। তাঁর সঙ্গে তিনি কিছুদিন বাস করেন। রাজা বিষ্ণুবর্ধন দুর্বিনীতের কাছে ভারবি-রচিত একটি শ্লোক শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রাজসভার সম্মানিত আসন প্রদান করেন। *অবন্তীসুন্দরীকথা*-য় বর্ণিত বিষ্ণুবর্ধন দ্বিতীয় পুলকেশীর ছোট ভাই। শিলালিপি থেকে ঐতিহাসিকেরা তা প্রতিপন্ন করেছেন। পুলকেশীর এই ভাই

'পূর্ব চালুক্য' নামে একটি স্বতন্ত্র রাজবংশ স্থাপন করেন। ভারবি এই রাজসভায়ও কিছুদিন ছিলেন। ভারবি কাঞ্চীরাজ সিংহবিষ্ণুর পুত্র মহেন্দ্রবিক্রমের কাছেও কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন।[৭] *অবন্তীসুন্দরীকথা*-র প্রারম্ভিক বিবরণ থেকে জানা যায় দণ্ডী ভারবির প্রপৌত্র ছিলেন।

ভারবি শৈব ছিলেন। *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যের বহুস্থানে প্রসঙ্গক্রমে শিবের উৎকৃষ্ট প্রশস্তি আছে। বিষ্ণুপ্রশস্তি নেই বললেই চলে। অষ্টাদশ সর্গের শিবস্তুতিতে যেরূপ ভাব-ভক্তি অভিব্যক্ত হয়েছে তা কবির মনোভাবেরই পরিচায়ক।

অবন্তীসন্দুরীকথা ও *অবন্তীসুন্দরীকথাসার* অনুযায়ী ভারবির আদিনিবাস আনন্দপুরে (বর্তমান গুজরাটে)। সেখান থেকে তাঁর পূর্বপুরুষেরা নাসিকের অচলপুরে (আধুনিক এল্লিচপুর, মধ্যপ্রদেশ) যান। *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যের অষ্টাদশ সর্গে সহ্য পর্বতের উল্লেখ থাকায় অনেকে ভারবিকে দাক্ষিণাত্যের লোক মনে করেন।[৮] সহ্য পর্বত দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত। অপর পক্ষে কোন কোন পণ্ডিত ভারবির কাব্যে ইন্দ্রকীল পর্বতের বর্ণনা থাকায় তাঁকে হিমালয়ের কাছে আধুনিক সিকিম অঞ্চলের অধিবাসী বলেন। সিকিম প্রদেশের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের অংশবিশেষ ইন্দ্রকীল পর্বত নামে পরিচিত। অন্যদিকে পণ্ডিত গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভারবিকে উত্তর ভারতের অধিবাসী বলে মনে করেন। ভারবির মহাকাব্য দক্ষিণভারতের সুধীজনের মধ্যেই বহুদিন প্রচলিত ছিল। সেজন্য অনেক মনে করেন তিনি ঐ অঞ্চলেরই কবি ছিলেন।

কাহিনীর উৎস ও প্রয়োগ

কিরাতার্জুনীয়ম্ মহাকাব্যের কাহিনীর উৎস *মহাভারত*-এর বনপর্বের একটি কাহিনী।*মহাভারতে* বর্ণিত কাহিনীটি হল—পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবেরা বনবাসে যান। বনবাসকালে এক সময় তাঁরা দ্বৈতবনে আসেন। ব্যাসদেবের আদেশে পাণ্ডবেরা পরে কাম্যক বনে যান। মহর্ষির উপদেশ অনুযায়ী যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুন শিবের কাছ থেকে অস্ত্রলাভ করার জন্য ইন্দ্রকীল পর্বতে আসেন। সেখানে অর্জুন কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। অর্জুনের তপস্যায় ইন্দ্র উদ্বিগ্ন হলেন। ইন্দ্র নানাভাবে অর্জুনের তপস্যায় বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। অবশেষে ইন্দ্র অর্জুনকে বর দেন এবং শিবের আরাধনা করতে বলেন। অর্জুন শিবের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। শিব কিরাতের বেশে উপস্থিত হলেন। একটি বরাহকে শিব ও অর্জুন

বাণবিদ্ধ করলেন। নিহত বরাহের স্বত্ব নিয়ে কিরাতবেশী শিব ও অর্জুনের মধ্যে যুদ্ধ হল। অর্জুনের বিক্রমে শিব প্রসন্ন হলেন এবং তাঁকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। *মহাভারত* -এর এই ক্ষুদ্র ঘটনা নিয়েই ভারবির *কিরাতার্জুনীয়ম্* মহাকাব্য। কিন্তু কবি কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল কাহিনী থেকে সরে এসেছেন:

১. বনপর্বে পাণ্ডবেরা দ্বৈতবন থেকে কাম্যকবনে এসেছিলেন। কিন্তু ভারবি পাণ্ডবদের দ্বৈতবন থেকে কাম্যক বনে আসার ঘটনাটি কাব্যে উল্লেখ করেননি।
২. বনপর্বে ব্যাসদেব প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্যাদান করেছিলেন এবং পরে সেই বিদ্যা অর্জুনকে দান করার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। এই কাব্যে ব্যাসদেব সরাসরি অর্জুনকে বিদ্যাদান করেছেন।
৩. *মহাভারতে* অর্জুন মনোগতিতে কাম্যকবন থেকে ইন্দ্রকীল পর্বতে গিয়েছিলেন। কিন্তু *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যে গুহ্যক তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন।
৪. *মহাভারতে* ইন্দ্র নিজেই মুনিবেশে অর্জুনকে তপস্যা থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ কাব্যে তিনি এ ব্যাপারে অপ্সরাদের সাহায্য নিয়েছেন।
৫. *মহাভারতে* প্রথম থেকেই শিব ও অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছে। ভারবির কাব্যে প্রথমে শিবের কিরাতবেশী অনুচরদের সাথে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছে, তারপর কিরাতবেশী শিবের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে।

কাব্যের কাহিনী-সংক্ষেপ

প্রথম সর্গ—বনবাসকালে দ্বৈতবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট দৌত্যকার্যে নিযুক্ত বনেচরের প্রত্যাগমন, বনেচর কর্তৃক দুর্যোধনের রাজনীতি বর্ণনা; বনেচরের প্রস্থান; যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভাইদের কাছে দুর্যোধনের সুশাসনের পরিচয় দান; পঞ্চপাণ্ডবের নিষ্ক্রিয়তার জন্য দ্রৌপদীর ক্ষোভ এবং কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহ দান।

দ্বিতীয় সর্গ—দ্রৌপদীর বাক্য সমর্থন করে যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভাষণে অগ্রিম যুদ্ধ ঘোষণার জন্য ভীমের প্রস্তাব; যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভীমের বাক্যের প্রশংসা, কিন্তু অগ্রিম যুদ্ধ ঘোষণায় তাঁর অনীহা প্রকাশ; ব্যাসদেবের আগমন এবং যুধিষ্ঠির কর্তৃক সম্বর্ধনা।

তৃতীয় সর্গ—ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহারথীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ব্যাসদেব অর্জুনকে মহাবিদ্যা দান করেন এবং ইন্দ্রকীল পর্বতে কঠোর তপস্যার আদেশ দিয়ে মহর্ষি অন্তর্হিত হন। অর্জুনকে পথ দেখিয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে নিয়ে যাবার জন্য যক্ষানুচর গুহ্যকের আগমন।

চতুর্থ সর্গ—ইন্দ্রকীল পর্বতে যাত্রার পথে অর্জুনের শরৎকালীন শোভা দর্শন ও তার বর্ণনা।

পঞ্চম সর্গ— হিমালয় বর্ণনা, অর্জুনের হিমালয়ের পাদদেশে গমন ও যক্ষের প্রত্যাবর্তন।

ষষ্ঠ সর্গ—ইন্দ্রকীল পর্বতে অর্জুনের তপস্যার বর্ণনা এবং অর্জুনের তপস্যা ভঙ্গের জন্য অপ্সরাদের প্রতি ইন্দ্রের নির্দেশ প্রদান।

সপ্তম সর্গ—গন্ধর্বদের সাথে অপ্সরাদের ইন্দ্রকীল পর্বতে গমন এবং সেখানে তাদের শিবির সন্নিবেশ।

অষ্টম সর্গ—গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের বনবিহার ও জলকেলি বর্ণনা।

নবম সর্গ—অপ্সরাদের দয়িতদের সাথে মদিরাপান ও কামক্রীড়া।

দশম সর্গ—অপ্সরাদের অর্জুনকে ব্যর্থ করার ব্যর্থ বিলাস চেষ্টা, অবশেষে প্রস্থান।

একাদশ সর্গ—মুনির ছদ্মবেশে অর্জুনের কাছে ইন্দ্রের আগমন, পরস্পরের কথোপকথন এবং শিবের আরাধনার জন্য ইন্দ্রের আদেশ প্রদান।

দ্বাদশ সর্গ—অর্জুনের শিবারাধনা এবং অর্জুনের কঠোর তপস্যায় উদ্বিগ্ন মহর্ষিদের শিবের কাছে আগমন। শিব কর্তৃক অর্জুনের তপস্যার কারণ ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যতের কাহিনী বর্ণনা।

ত্রয়োদশ সর্গ—একটি বরাহকে লক্ষ করে শিব ও অর্জুনের বাণ প্রয়োগ, বরাহ নিহত হল। নিহত বরাহের স্বত্ব নিয়ে শিবের দূতের উদ্ধত উক্তি।

চতুর্দশ সর্গ—শিবের দূতের উদ্ধত উক্তিতে অর্জুনের ক্ষোভ। অর্জুনের কাছে দলবল নিয়ে কিরাতবেশধারী শিবের আগমন। অর্জুনের সঙ্গে কিরাত-সৈন্যদের যুদ্ধ। অবশেষে কিরাতসৈন্যদের যুদ্ধস্থল ত্যাগ।

পঞ্চদশ সর্গ—পলায়মান কিরাতসৈন্যদের পুনরায় আগমন এবং অর্জুনের সাথে ঘোরতর যুদ্ধ।

ষোড়শ সর্গ—শিব ও অর্জুনের অস্ত্রযুদ্ধ।

সপ্তদশ সর্গ—পাথর ও তরুকাণ্ড নিক্ষেপ করে শিবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ।

অষ্টাদশ সর্গ—কিরাতবেশী শিব ও অর্জুনের মুষ্টিযুদ্ধ। অবশেষে শিবের স্বরূপে আত্মপ্রকাশ। অর্জুনের শিববন্দনা। অর্জুনের বীরত্বে সন্তুষ্ট হয়ে

অর্জুনকে শিবের পাশুপত অস্ত্র দান এবং অন্যান্য দেবগণ কর্তৃক নানা অস্ত্র প্রদান। অবশেষে পূর্ণমনস্কাম অর্জুনের যুধিষ্ঠিরের নিকট প্রত্যাবর্তন।

নামকরণ

সংস্কৃত সাহিত্যে সাধারণত প্রধান নায়ক বা নায়িকা এবং বিষয়বস্তুর উল্লেখ করে গ্রন্থের নামকরণ করা হয়। *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যের নামকরণ করা হয়েছে এই কাব্যের দুই প্রধান চরিত্র কিরাতবেশী শিব ও অর্জুনকে কেন্দ্র করে। কিরাতশ্চ অর্জুনশ্চ ইতি কিরাতার্জুনৌ (দ্বন্দ্ব), তৌ অধিকৃত্য কৃতম্ কাব্যম্ ইতি কিরাতার্জুনীয়ম্।
কিরাতার্জুন + ছ (ঈয়)। সুতরাং *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যের নামকরণ উপরি-উক্ত নিয়মে সার্থক হয়েছে।

কাব্যবিচার

সংস্কৃত সাহিত্যের ভুবনে মহাকবি কালিদাসের পরেই ভারবি কবি হিসাবে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন। কালিদাসের হাতে মহাকাব্য যে পরিণতি লাভ করেছিল, তার ধারা পরবর্তী কাল পর্যন্ত নেমে এসেছিল সত্য, তবু আলঙ্কারিকগণ মহাকাব্যের যে লক্ষণ নির্দেশ করেছেন সেটা কালিদাসের পরবর্তীকালের। ভারবির কাব্য সেই লক্ষণের অনুগত। কালিদাসের পরবর্তী কাব্যগুলিতে বর্ণনার বিষয় অপেক্ষা বর্ণনার রীতি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী, দেহের গঠন অপেক্ষা দেহসজ্জা অধিকতর চমকপ্রদ। কালিদাসের কাব্যে যে গভীর মননশীলতা ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে, তা পরবর্তীকালের কাব্যে অনুপস্থিত। সেজন্য বোধ হয় পরবর্তীকালের কবিগণ তাঁদের কাব্যে সেই অভাব পূরণ করার জন্য বর্ণনাবৈচিত্র্য, অলংকার-পরিপাট্য ও ছন্দসমৃদ্ধি উজার করে ঢেলে দিয়েছেন। ভারবির একমাত্র কাব্য *কিরাতার্জুনীয়ম্* তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ভারবি *মহাভারত*-এর একটি ছোট্ট কাহিনীকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করলেও স্বীয় প্রতিভায় কাব্যটিকে আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন। বর্ণনার বৈচিত্র্যে, চরিত্র-চিত্রণে, বিভিন্ন অলঙ্কার ও ছন্দের ব্যবহারে, সর্বোপরি শব্দার্থের অর্থগৌরবে কাব্যটি অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। ভারবির *কিরাতা-র্জুনীয়ম্* মহাকাব্যের সাহিত্যিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে যে কথাটি বলা হয় তা হল 'ভারবেরর্থগৌরবম্'। ভারবি যাকে বলেছেন 'গরীয়সী গীঃ' (২.১), 'গরীয়ঃ বাক্যম্' (১১.৩৮), তাকেই বলা যায় অর্থগৌরব। গৌরব

কথাটি এখানে 'গভীরতা' এবং 'সারবত্তা' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে। ভারবির কাব্যের সর্বত্রই এই গভীরতা ও সারবত্তার সন্ধান পাওয়া যাবে।

> বিবিক্তবর্ণাভরণা সুখশ্রুতিঃ প্রসাদযন্তী হৃদয়ান্যপি দ্বিষাম্।
> প্রবর্ততে নাকৃতপুণ্যকর্মণাং প্রসন্নগম্ভীরপদা সরস্বতী।। (১৪.৩)

এই শ্লোকটিই ভারবির অর্থগৌরবের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই শ্লোকে অর্থের গুরুত্ব বেড়েছে অলঙ্কারের আশ্রয়ে শ্লেষের ব্যবহারে। অসংখ্য সারবান বক্তব্য ভারবির *কিরাতার্জুনীয়ম্* কাব্যের যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে, যা তাঁর অর্থগৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছে: বৃণতে হি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ (৩.৩০); মাৎসর্যরাগোপহতাত্মনাং হি স্খলন্তি সাধুষ্বপি মানসানি (৩.৫৩); সুলভা রম্যতা লোকে দুর্লভং তু গুণার্জনম্ (১১.১১); সুলভঃ হি দ্বিষাং ভঙ্গো দুর্লভা সৎস্ববাচ্যতা (১১.৫৩); মুহ্যতেব হি কৃচ্ছ্রেষু সম্ভ্রমজ্বলিতং মনঃ (১৫.২); দুর্লক্ষ্যচিহ্না মহতাং হি বৃত্তিঃ (২৭.২৩)—প্রতিটি সর্গে এ ধরনের অর্থগৌরবযুক্ত উক্তি রয়েছে যার আধার অর্থান্তরন্যাস।

ভারবি শুধু অর্থগৌরবের জন্য বিখ্যাত নন, উপমা প্রয়োগেও তিনি সবল না হলেও হীনবল নন। বাতাসে ভাসমান পদ্মের পরাগজালকে সোনার ছাতা কল্পনা করে তিনি 'ছত্র ভারবি' এই বিশেষ আখ্যায় পরিচিত হন।[৯] তবে ভারবির উপমা কালিদাসের উপমার মত ততটা বস্তুগত নয়। একাদশ সর্গে বৃদ্ধবেশী ইন্দ্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—তাঁর জটারাশি চতুর্দিকে শুভ্রকেশে পরিব্যাপ্ত। তাই তিনি চন্দ্রকিরণ রঞ্জিত সন্ধ্যারাগশোভিত দিবাবসানের মতো প্রতিভাত। (১১.৩) উপমাসমৃদ্ধ এরূপ বহুশ্লোক ভারবির কাব্যে রয়েছে।

প্রকৃতির মনোজ্ঞ বর্ণনা দিতেও ভারবি পারদর্শী। ষড়ঋতু, বন, পর্বত, নদী, চন্দ্রোদয় ইত্যাদি বর্ণনায় তিনি যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যে গ্রাম্য পরিবেশের নিরাভরণ বর্ণনা বিশেষভাবে আকর্ষক হয়েছে—

> গাভীরা শেষ রাতের চারণভূমি থেকে ঘরে ফিরছে। বাছুরদের কথা মনে পড়ায় তারা সবেগে ছুটছে। স্নেহে দুধ ঝরছে তাদের বাঁট থেকে। (৪.১০)

> গাভীদের কাছে দাঁড়িয়ে আছে রাখালেরা। একসঙ্গে বেড়ে উঠেছে বলে এই গাভীদের সাথে তাদের আত্মীয়তা জন্মেছে। বনকেই তারা গৃহ মনে করে। সরলতায় রাখালেরা গাভীদের সঙ্গেই তুলনীয়। (৪.১৩)

ষড়ঋতুর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি এক একটা ঋতুকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। শরৎকালের বর্ণনা—মৃণালতন্তুর কঙ্কণ ধারণ করে, কুমুদবনের শুভ্র শাড়ী প'রে হাতে বাণবৃক্ষের পুষ্পবাণ নিয়ে এলেন নববধূর

মতো শরৎ ঋতু (১০.২৪)। বর্ষা ঋতুর বর্ণনায়—দিকে দিকে অর্জুনবৃক্ষের কুসুম বিকশিত হল, তারই সংস্পর্শে বাতাস হল সুগন্ধি; সেই বায়ুর মন্ত্রে কামগ্রস্ত হয়ে মন ধৈর্য হারাল—সমস্ত জীবলোক যেন নূতন অনুভূতির জগতে জেগে উঠল (১০.২১)।

প্রকৃতির বর্ণনা ছাড়াও যুদ্ধবর্ণনা ও দেবঙ্গনাদের বিলাসবিভ্রম বর্ণনা ইত্যাদি নানা ধরনের বর্ণনা আছে এই মহাকাব্যে। যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি আঘাত-প্রত্যাঘাত, আক্রমণ-প্রতিআক্রমণের সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। শৃঙ্গারের কলা চিত্রণেও ভারবির নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। মহাকাব্যের অষ্টম, নবম ও দশম সর্গ জুড়ে রয়েছে অপ্সরাদের বনবিহার, জলেকেলি এবং রতিক্রিয়ার বর্ণনা।

কিন্তু ভারবির রচনাকে প্রসাদগুণসম্পন্ন বলা যায় না। তাঁর কাব্যের টীকাকার মল্লিনাথ বলেছেন—নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ—অর্থাৎ ভারবির ভাষা নারিকেল ফলের মতো আপাতরুক্ষ। নারিকেল ফলের কঠিন বহিরাবরণ উন্মোচন করে যেমন ভিতরের সুমিষ্ট অংশ খেতে হয়, তেমনি দুরূহ, অপরিচিত ও জটিল শব্দের আবরণ ভেদ করে ভারবির কাব্যের রস পান করতে হয়। সত্যই ভারবির কাব্যে অসংখ্য দুরূহ শব্দ আছে যার অর্থ বুঝতে হলে পাঠককে অনেক কষ্ট করতে হয়। তিনি অভিধানের খনির অন্ধকারে পড়ে থাকা শব্দগুলিকে কাব্যের আলোতে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু অনেক সময় তিনি শব্দের প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থও ব্যবহার করেননি। সে-সব ক্ষেত্রে শ্লোকে শব্দের ব্যবহার দেখে শব্দার্থ অনুমান করতে হয়। যেমন কবি দুর্বার অর্থে 'দুরচ্ছদ' (১১.২০), মধুর অর্থে 'গম্ভীর' (১১.৩৭), প্রতিপাদিত অর্থে 'উদীরিত' (১৩.২৮), সুজন অর্থে 'সমঞ্জস জন' (১৪.১২) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে কাব্যপাঠে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন।

ভারবি শুধু দুর্বোধ্য শব্দ ব্যবহার করেননি, কৃত্রিমতার বহু উপকরণও তাঁর কাব্যে বেশ জমজমাট। তিনি পঞ্চদশ সর্গে একটি বর্ণ দিয়ে একটি শ্লোক রচনা করেছেন (১৫.১৪)। তাছাড়া এই সর্গে এরূপ শ্লোক আছে যা উভয়দিক থেকে পাঠ করলে একই পাঠ দৃষ্ট হয় (১৫.২৫)। এভাবে দুই বা চার বর্ণের প্রয়োগে সম্পূর্ণ শ্লোক, কখনও বা চার চরণে একই শব্দ কিন্তু যমক বা শ্লেষ প্রয়োগে প্রত্যেক চরণের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ, কখনও বা ওষ্ঠবর্ণবিহীন শ্লোক প্রভৃতি নানান বৈচিত্র্যময় নতুনত্বের কঠিন প্রয়াস ভারবির কাব্যকে দুষ্পাঠ্য করে তুলেছে। এ সকল বর্ণ্যবৈচিত্র্য ও শব্দচিত্র প্রসূত

কাব্যের স্থান দখল করতে পারে না। কিন্তু যে যুগে এই কাব্য রচিত হয়েছে, সে যুগে এটা কাব্যের অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। প্রকৃতপক্ষে ভারবির যুগ থেকেই কৃত্রিম আড়ম্বরবহুল মহাকাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। এটা ছিল যুগের চাহিদা। তাই সাহিত্যরসিকগণ ভারবিকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন নূতন যুগের সূর্য বলে— 'ভারবের্ভা রবেরিব'। তাঁর নাটকীয় বাচনভঙ্গি, সারগর্ভ উক্তি, ওজস্বী ভাষা, ছন্দ-অলঙ্কারের নৈপুণ্য ও স্বচ্ছন্দ-রচনারীতি তাঁকে সুকবির আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কাব্য কখনও কখনও দুর্বোধ্য ও টীকাকারের ব্যাখ্যাতব্য হলেও তিনি সার্থক ও অধ্যবসায়ী কবি। ভারবির যশ শুধু ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি বিদশেও বিস্তারলাভ করেছিল। জার্মান পণ্ডিত Shuz ও Bielefeld তাঁর কাব্যের প্রথম দুটি সর্গ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

রসবিচার

ভারতীয়-সাহিত্য মীমাংসায় রসকেই কাব্যের সার বলা হয়েছে। কাব্য শ্রব্যই হোক বা দৃশ্যই হোক, দর্শক-পাঠককে তার অনেক কিছু দেবার থাকলেও রসাস্বাদ-জনিত পরম আনন্দই তার মূল দেয়। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্রে* সর্বপ্রকার কাব্যের উদ্দেশে বলা হয়েছে—রসাহীন রচনা নিরর্থক, আর বস্তু বা ইতিবৃত্ত হল কাব্যের বা নাট্যের শরীর। *নাটশাস্ত্রে* আরও বলা হয়েছে যে, কাব্যে উপযুক্ত বর্ণনার মাধ্যমে রসের প্রকাশ ঘটে।[১০] ভারবির *কিরাতা-র্জুনীয়ম্* কাব্য রসোত্তীর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কিরাতার্জুনীয়ম্ বীর-রস প্রধান মহাকাব্য। ভরতমুনির *নাট্যশাস্ত্রে* বীর রসের শ্রেণীভেদ আছে—

> দানবীরং ধর্মবীরং যুদ্ধবীরং তথৈব চ।
> দয়াবীরমপি প্রাহ ব্রহ্মা ত্রিবিধসম্মতম্।।

ভারবি তাঁর কাব্যে যুদ্ধবীর অর্জুনকে মূল চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন। যুদ্ধবীর দুই রকমের—শস্ত্রপ্রধান ও বুদ্ধিপ্রধান। অর্জুন অবশ্যই শস্ত্রপ্রধান যুদ্ধবীর। মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গের বেশ কয়েকটি শ্লোকে অর্জুনের এই শস্ত্রপ্রধান যুদ্ধবীরের রূপটি কবি চিত্রিত করেছেন।

ভারবির মহাকাব্যের চরিত্র চিত্রণও বিশেষ সুপরিকল্পিত। তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্রই বীর-রসের স্থায়ীভাব উৎসাহকেই উদ্দীপিত করে। প্রথম

সর্গে বনেচরের উক্তি পাণ্ডবদের ঈর্ষার উদ্বোধক। এই সর্গে শত্রুর অভ্যুদয়বার্তা শুনে দ্রৌপদী যা বললেন, তা যুধিষ্ঠিরের ক্রোধ ও উৎসাহের উদ্দীপক। দ্রৌপদীর প্রতিটি বাক্য অত্যন্ত প্রখর ও বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি যেন এখানে বুদ্ধিপ্রধান যুদ্ধবীরের ভূমিকাই পালন করেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে কৌরবদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করতে বলেছেন। দ্বিতীয় সর্গে ভীমের ভাষণও উদ্দীপক। তিনি যুধিষ্ঠিরকে দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন—শত্রুরা আপনার এই শোচনীয় অবস্থা করে তুলেছে। আপনার যে পৌরুষকে দেবতারাও সম্মান করতেন আজ তা অবসন্ন হয়ে পড়েছে। তৃতীয় সর্গে ব্যাসদেবের ভাষণেও একই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি অর্জুনকে শক্তিদানে উদ্দীপিত করে বলেছেন—যাও, কঠিন তপস্যার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে জয়ী হও। অষ্টম, নবম ও দশম সর্গে যে শৃঙ্গার রসের অবতারণা করা হয়েছে, তা বীররসের পুষ্টিতেই সহায়ক হয়েছে। চতুর্দশ থেকে অষ্টাদশ সর্গ পর্যন্ত অর্জুনকে 'যুদ্ধবীর' রূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে।

কাব্যের অন্তিম পর্বে অর্জুন কর্তৃক শিবের স্তব-স্তুতিতে শান্তরসের সামান্য প্রকাশ ঘটেছে। অর্জুন কঠোর তপস্যার মাধ্যমে শিবের কাছ থেকে লাভ করলেন পাশুপত অস্ত্র। অন্যান্য দেবতাও তাঁকে নানা অস্ত্র প্রদান করলেন। অর্জুনের এই প্রাপ্তি তাঁর কঠিন সাধনার ফল। এই সাধনার মধ্য দিয়ে অর্জুন বীরের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন, শিবের কাছ থেকে তিনি যা পেলেন, তা হল বীরের সম্মান। সুতরাং গোটা আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, ভারবির *কিরাতার্জুনীয়ম্* বীররসের মহাকাব্য।

তথ্যনির্দেশ

১ *A History of Sanskrit Literature:* A. B. Keith.

২ যেনাযোজি ন বেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
স বিজয়তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিত-কালিদাসভারবিকীর্তিঃ।।
— আইহোল শিলালেখ।

৩ ···শ্রীমৎ কোংগণমহারাজাধিরাজস্য অবিনীতনাম্নঃ পুত্রেণ···
কিরাতার্জুনীয়পঞ্চদশসর্গটীকাকারেণ দুর্বিনীতনামধেয়েন।
— পৃথ্বিকোংগণিদানপত্রলেখা

৪ সংশয্য কর্ণাদিষু তিষ্ঠতে যঃ-কিরাতার্জুনীয়ম্, তৃতীয় সর্গ, শ্লোক ১৪, 'প্রকাশনস্থেয়াখ্যায়োশ্চ' (পাণিনি ১,৩-২৩) সূত্র প্রসঙ্গে উদ্ধৃত।

৫ *A History of Ancient Sanskrit Literature:* Max Muller.

৬ *A History of Sanskrit Literature:* A. B. kleith.

৭ *Lives of Sanskrit Poets:* M. Suryanarayana.

৮ *কিরাতার্জুনীয়ম্*, অষ্টাদশ সর্গ, শ্লোক-৫

৯ *কিরাতার্জুনীয়ম্*, পঞ্চম সর্গ, শ্লোক-৩৯

১০ *নাট্যশাস্ত্র*-- ৬/৩১; ১৯/১